রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১৫, ২০২৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৭৫-আইন/২০২৪।—Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 (Ordinance No. XXXIII of 1961) এর section 39 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা (নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় অবস্থিত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) "**অভিভাবক**" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর—

(ক) পিতা বা মাতা; অথবা

(খ) পিতা ও মাতা কেহ জীবিত না থাকিলে, আইনগত অভিভাবক;

(২) "**অভিভাবক প্রতিনিধি**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধি পদে নির্বাচিত বা, ক্ষেত্রমত, মনোনীত কোনো অভিভাবক;

(৩) "**আজীবন দাতা**" অর্থ যিনি কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে, পে-অর্ডারের মাধ্যমে, নিম্নবর্ণিত অর্থ বা সমমূল্যের জমি দান করিয়াছেন, যথা:—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা;

(খ) পৌর এলাকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা; এবং

(গ) অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণীতে উক্ত দানের প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট দাতার নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(৪) "**আপিল কর্তৃপক্ষ**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন শুনানির জন্য জেলা প্রশাসক অথবা, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(৫) "**অ্যাডহক কমিটি**" অর্থ প্রবিধান ৬৪ এর উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত কমিটি;

(৬) "**এককালীন দাতা**" অর্থ যিনি, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এককালীন পে-অর্ডারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দান করিয়াছেন;

(৭) "**উচ্চমাধ্যমিক স্তর**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাদশ শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা স্তর;

(৮) "**কর্মচারী**" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোনো কর্মচারী, যিনি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন না;

(৯) "**গভর্নিং বডি**" অর্থ উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত প্রবিধান ৪ এর উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত কমিটি;

(১০) "**তফসিল**" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(১১) "**তহবিল**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল;

(১২) "**দাতা**" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো আজীবন বা এককালীন দাতা;

(১৩) "**নির্বাহী কমিটি**" অর্থ প্রবিধান ৬২ এর উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন গঠিত কমিটি;

(১৪) "**নিম্নমাধ্যমিক স্তর**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণি হইতে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা স্তর;

(১৫) "**প্রতিষ্ঠাতা**" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকারী কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যিনি বা যাহারা প্রত্যেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠাকালীন উহার অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ন্যূনতম ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা কিংবা সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সভার প্রথম কার্যবিবরণীতে প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম ও উক্ত দানের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(১৬) "**প্রাথমিক স্তর**" অর্থ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা স্তর;

(১৭) "**ফরম**" অর্থ তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(১৮) "**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক;

(১৯) "**বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি**" অর্থ কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সুনাম রক্ষা করিবার স্বার্থে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রবিধান ৬৭ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(২০) "**মাধ্যমিক স্তর**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা স্তর;

(২১) "**ম্যানেজিং কমিটি**" অর্থ নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত প্রবিধান ১০ এর উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত কমিটি;

(২২) "**শিক্ষক**" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত যে কোনো বিষয়ের শিক্ষক, প্রদর্শক ও ইনস্ট্রাক্টর:

তবে শর্ত থাকে যে, খন্ডকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রাথমিক স্তরের অনুমোদিত কোনো শাখা সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত শাখার পূর্ণকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিও শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন;

(২৩) "**শিক্ষক প্রতিনিধি**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি পদে, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকগণের মধ্য হইতে, নির্বাচিত বা, ক্ষেত্রমত, মনোনীত কোনো শিক্ষক;

(২৪) "**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, পর্যায়ক্রমে,—

(ক) অধ্যক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান শিক্ষক; অথবা

(খ) অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে বা তিনি ছুটিতে থাকিলে, ক্ষেত্রমত, উপাধ্যক্ষ বা সহকারী প্রধান শিক্ষক; অথবা

(গ) উপাধ্যক্ষ বা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে বা তিনি ছুটিতে থাকিলে, পর্যায়ক্রমে, এমপিওভুক্তি, যোগদানের তারিখ এবং জন্মতারিখ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক; অথবা

(ঘ) জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকের অপারগতায়, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি কর্তৃক মনোনীত কোনো শিক্ষক;

(২৫) "**শিক্ষা বোর্ড**" অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা;

(২৬) "**শিক্ষার্থী**" অর্থ কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোনো ছাত্র বা ছাত্রী;

(২৭) "**সদস্য**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির কোনো ক্যাটাগরির কোনো সদস্য পদে, ক্ষেত্রমত, নির্বাচিত বা মনোনীত কোনো ব্যক্তি;

(২৮) "**সদস্য-সচিব**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সদস্য-সচিব; এবং

(২৯) "**সভাপতি**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভাপতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গভর্নিং বডি

৩। **গভর্নিং বডি।**—উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি গভর্নিং বডির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪। **গভর্নিং বডি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নিং বডি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) একজন সভাপতি;

(খ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতেও তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন এবং উক্তক্ষেত্রে মোট সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা ২ (দুই) জনের পরিবর্তে ৩ (তিন) জন হইবে;

(গ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বা, ক্ষেত্রমত, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি সংযুক্ত সকল স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সকল স্তরের শিক্ষকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪(চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি;

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে একজন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, এবং উক্তক্ষেত্রে নির্বাচিত মোট সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধির সংখ্যা ৪ (চার) জনের পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) জন হইবে;

(ঙ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বা, ক্ষেত্রমত, মধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(চ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি;

(ছ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা, তবে একাধিক দাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন দাতা প্রতিনিধি;

(জ) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত গভর্নিং বডির প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি; এবং

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মহিলা শিক্ষকগণ সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি পদেও নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(৩) গভর্নিং বডির মোট পদের ন্যূনতম শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পদে নির্বাচন সম্পন্ন হইলে গভর্নিং বডি গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফলের প্রতিবেদনে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্যপদ শূন্য রাখিবেন এবং উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য ব্যতিরেকে, উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, গভর্নিং বডি গঠিত হইবে।

(৫) কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিলে এবং উক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক গভর্নিং বডির সদস্য হইলে, সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সদস্যপদ শূন্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালা অনুসরণ করিয়া উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

(৬) কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **গভর্নিং বডির মেয়াদ।**—গভর্নিং বডির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

৬। **গভর্নিং বডির সভাপতি।**—(১) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোনো ব্যক্তি গভর্নিং বডির সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(২) কোনো শিক্ষক কর্মরত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না, তবে সমপর্যায়ের বা নিম্নস্তরের অন্য কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে বাধা থাকিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে পরপর ২ (দুই) বারের অধিক, ক্ষেত্রমত, সভাপতি, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না; তবে, এক মেয়াদ বিরতি অন্তে এই প্রবিধানমালার বিধান মোতাবেক পুনরায় নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি ২ (দুই) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৫) কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধরনের মোট ৪ (চার) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

৭। **গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন।**—(১) গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে, স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলা বা উপজেলার সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির কর্মচারী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা স্থানীয় খ্যাতিমান সমাজসেবকগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি পদে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।

(২) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজনকে গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি মনোনীত করিবে।

(৩) পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে, পদ শূন্য হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, এই প্রবিধানের বিধান অনুসরণপূর্বক, অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পুনরায় সভাপতি মনোনয়নের জন্য নাম ও জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তাব শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

৮। **শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গভর্নিং বডি অনুমোদন।**—(১) গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত সদস্য নির্বাচনের ফলাফল বিবরণীর একটি অনুলিপি ও সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

(২) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক, সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি অনুমোদন করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ম্যানেজিং কমিটি

৯। **ম্যানেজিং কমিটি।**—নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১০। **ম্যানেজিং কমিটি গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) একজন সভাপতি;

(খ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(গ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত ২ (দুই) জন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঙ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কেবল মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উক্ত স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(চ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪ (চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(ছ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত ৪(চার) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে ২ (দুই) জন সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন;

(জ) মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঝ) নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উক্ত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ হইতে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অথবা প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উভয় স্তরের সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(ঞ) মাধ্যমিক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি;

(ট) মাধ্যমিক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা, তবে একাধিক দাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন দাতা প্রতিনিধি;

(ঠ) শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি; এবং

(ড) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শাখা সংযুক্ত থাকিলে,—

(ক) শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষকগণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং

(খ) অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারিগরি শাখার শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ মাধ্যমিক স্তরের অভিভাবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) ম্যানেজিং কমিটির মোট পদের ন্যূনতম শতকরা ৮০ (আশি) ভাগ পদে নির্বাচন সম্পন্ন হইলে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে কোনো প্রার্থী পাওয়া না গেলে, প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনি ফলাফলের প্রতিবেদনে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্যপদ শূন্য রাখিবেন এবং উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য ব্যতিরেকে, উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিলে এবং উক্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হইলে, সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সদস্যপদ শূন্য হইবে এবং এই প্রবিধানমালা অনুসরণ করিয়া উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

(৭) কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। **ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ।**—ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

১২। **ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।**—(১) এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোনো ব্যক্তি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(২) কোনো শিক্ষক কর্মরত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না তবে, সমপর্যায়ের বা নিম্নস্তরের অন্য কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হইতে বাধা থাকিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি একই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে একাদিক্রমে ২(দুই) বারের অধিক, ক্ষেত্রমত, সভাপতি, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না, তবে এক মেয়াদ বিরতি অন্তে তিনি পুনরায় নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি ২ (দুই) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না এবং যে কোনো ধরনের মোট ৪ (চার) টির অধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

১৩। **ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচন।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সদস্য পদের নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত সদস্যগণের একটি সভা আহ্বান করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আহূত সভায় নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) সভায় উপস্থিত ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাহাদের মধ্য হইতে অথবা স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, খ্যাতিমান সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি অথবা কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে ম্যানেজিং কমিটির একজন সভাপতি নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সভায় ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচিত সদস্যগণের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত একাধিক প্রার্থীর ভোট সমান হইলে উক্ত সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করিতে হইবে।

(৪) পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে সভাপতির পদ শূন্য হইলে, পদ শূন্য হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, এই প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী, নূতন সভাপতি নির্বাচন করিতে হইবে।

১৪। **শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত সদস্য নির্বাচনের ফলাফল বিবরণীর একটি অনুলিপি ও সভাপতি নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি, সংশ্লিষ্ট কমিটি অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আকারে শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

(২) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক, সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নির্বাচন

১৫। **সদস্য পদের নির্বাচনে ভোটাধিকার।**―(১) কোনো ক্যাটাগরির যত সংখ্যক সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেই ক্যাটাগরির প্রত্যেক ভোটারের সমসংখ্যক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(২) প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন দাতা সংশ্লিষ্ট ক্যাটগরির প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আজীবন ভোটার হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার পর হইতে, কোনো প্রতিষ্ঠাতা বা দাতার মৃত্যুতে তাহার কোনো উত্তরাধিকারী তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠাতা বা দাতা কর্তৃক কোনো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জমি বা সম্পদ দান সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে ভিন্নরূপ কোনো শর্ত থাকিলে উক্ত শর্ত কার্যকর থাকিবে।

(৩) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এককালীন দাতার অধিকার কেবল তিনি যে মেয়াদে অর্থ বা সম্পদ দান করিবেন সেই মেয়াদের জন্য কার্যকর থাকিবে।

(৪) একাধিক শিক্ষার্থীর একজন অভিভাবক থাকিলে তিনি অভিভাবক ক্যাটাগরিতে কেবল একজন ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৬। **সভাপতি বা সদস্য হইবার বা থাকিবার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা।**―কোনো ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বা সদস্য হইতে বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি―

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারান কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ পরিপন্থী বা উহার সুনাম নষ্ট হয়, এইরূপ কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন বা কোনোভাবে উহাতে সহায়তা করেন;

(ঘ) বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অথবা কোনো ফৌজদারি অপরাধের কারণে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) লিখিতভাবে অবহিতকরণ ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় যোগদান করিতে ব্যর্থ হন;

(চ) শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোনো **ক্যাটাগরিতে** সদস্য নির্বাচিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন;

(ছ) অপ্রকৃতিস্থ, ঋণ খেলাপি বা দেউলিয়া হন; অথবা

(জ) রাষ্ট্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হয় এইরূপ কোনো কাজে অংশগ্রহণ করেন বা সহায়তা করেন, কিংবা মানবতাবিরোধী কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হন।

১৭। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ।**—(১) ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল **ক্যাটাগরির** সদস্য পদের জন্য পৃথক পৃথক খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির অনুমোদনের জন্য উহার সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(২) ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভা অনুষ্ঠানের তারিখে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি কর্তৃক খসড়া ভোটার তালিকা অনুমোদনের অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য উহার একটি কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) শ্রেণিকক্ষে খসড়া ভোটার তালিকা পাঠ করিয়া শুনানো হইলে এবং নোটিশ বোর্ডে বা, ক্ষেত্রমত, ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হইলে উক্ত তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে উহা সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য, প্রকাশের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট লিখিতভাবে জানানো যাইবে এবং, আপত্তি দাখিলকারী দাবি করিলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এইরূপ আপত্তি আবেদনের লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

(৬) আপত্তি আবেদন প্রাপ্তির সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি উহার সভায় সকল আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিবে এবং এইরূপ অনুমোদিত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হইবার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উহা সকল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীবৃন্দকে পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য উক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে বা, ক্ষেত্রমত, ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ন্যূনতম ৩ (তিন) কার্যদিবস সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৮) ফরম-১ এ, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে এবং উভয় তালিকার সকল কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১৮। **ভোটার তালিকা সরবরাহ।**—(১) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ভোটার তালিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করিতে হইবে।

১৯। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।**—ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

২০। **প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) গভর্নিং বডির নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন।

(২) ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(৩) প্রবিধান (১) বা (২) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর, অনধিক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত নহেন এমন একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মচারীকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

২১। **সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ।**—(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভোটার সংখ্যা বিবেচনায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এক বা একাধিক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রবিধান (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত নহে এমন এক বা একাধিক সরকারি কর্মচারীকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(৩) সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাকে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন।

২২। **নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার বিজ্ঞপ্তি আকারে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করিবেন এবং উহার অনুলিপি নিজ দপ্তরে ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করিবেন, যথা:—

(ক) মনোনয়নপত্র জমাদানের জন্য ন্যূনতম ৩ (তিন) কার্যদিবস;

(খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য একদিন;

(গ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য একদিন;

(ঘ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ন্যূনতম ১০ (দশ) দিন; এবং

(ঙ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একদিন।

(৩) সকল ক্যাটাগরির সদস্য পদে নির্বাচন একযোগে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সকলের অবগতির জন্য প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষে নির্বাচনি তফসিল পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন নিশ্চিত করিবেন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী, প্রয়োজনে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করিবেন।

২৩। **মনোনয়নপত্র আহ্বান।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমাদানের স্থান ও সময় উল্লেখপূর্বক সকল ক্যাটাগরির সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমাদানের আহ্বান জানাইয়া স্বীয় অফিসে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন এবং উহার ২ (দুই) টি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্রের মূল্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা, জেলা সদরের পৌরসভায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং অন্যান্য এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিক্ষা বোর্ড, বিশেষ বিবেচনায় আদেশ দ্বারা, অনগ্রসর এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, দুর্গম এলাকা, চর, হাওড়-বাঁওড়, ছিটমহল ও বস্তি এলাকার ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্রের মূল্য শিথিল করিতে পারিবে।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক, উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন, জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উহা পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন এবং একটি অনুলিপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

২৪। **প্রার্থিতা।**—(১) কোনো ব্যক্তি একসঙ্গে দুই বা ততোধিক ক্যাটাগরির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর অভিভাবক হইলেও তিনি অভিভাবক ক্যাটাগরির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো ক্যাটাগরির ভোটার কেবল সেই ক্যাটাগরির সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত পদের সমান সংখ্যক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো ক্যাটাগরির ভোটার সংখ্যা ৪ (চার) জনের কম হইলে সেইক্ষেত্রে কোনো প্রস্তাবক ও সমর্থক প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রতিষ্ঠাতা বা দাতা একজন হইলে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য পদে নির্বাচন প্রয়োজন হইবে না।

(৬) সকল মনোনয়নপত্র ফরম-২ অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে।

২৫। **মনোনয়নপত্র বাছাই।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাইকালে কোনো মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) কোনো করণিক ভুলের কারণে বা প্রমাণযোগ্য দলিল দাখিলের ত্রুটির কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না, উক্তক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ভুল বা ত্রুটি সংশোধনের জন্য মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার ফরম-৩ মোতাবেক প্রতিটি মনোনয়নপত্রে গ্রহণ বা বাতিল বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে তিনি সংক্ষেপে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৬। **মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির কোনো সদস্য পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইলে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী, পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কোনো সদস্য পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইলে সংক্ষুব্ধ প্রার্থীকে, পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসকের নিকট কিংবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করিতে হইবে।

(২) গভর্নিং বডির কোনো সদস্য পদপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইলে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী, পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে, জেলা প্রশাসকের নিকট কিংবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) আপিল দায়েরের পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, প্রার্থীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া অথবা সংক্ষিপ্ত তদন্তের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। **বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**—প্রিজাইডিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন করিবার পর অথবা কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে আপিল দায়ের হইলে উক্ত বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার পর ফরম-৪ এ সন্নিবেশ করিয়া বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা তাহার অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

২৮। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার।**- প্রকাশিত বৈধ প্রার্থীগণের তালিকায় যে সকল প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, তাহাদের যে কেহ স্বীয় স্বাক্ষরে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত আবেদন করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২৯। **নির্বাচন অনুষ্ঠান।**—(১) যদি কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য পদের সমসংখ্যক বা তদপেক্ষা কমসংখ্যক বৈধ প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত প্রার্থী বা প্রার্থীগণকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(২) যদি কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে উক্ত ক্যাটাগরির সদস্য পদের অধিক সংখ্যক বৈধ প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে সেই ক্যাটাগরির বা ক্যাটাগরিসমূহের সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, সেই ক্ষেত্রে গোপন ভোটের মাধ্যমে এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্ধারিত তারিখে সকাল ১০ (দশ) ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ (চার) ঘটিকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অঙ্গনে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

৩০। **ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) ব্যালট পেপারের পিছনের পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলমোহর থাকিতে হইবে এবং তাহা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র ক্রমিক নম্বরযুক্ত হইবে, কিন্তু ভোটারকে প্রদত্ত অংশে কোনো নম্বর থাকিবে না।

(৩) কোনো ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটার তালিকায় ভোটারের নামের বিপরীতে একটি টিক (✓) চিহ্ন প্রদান দিবেন।

(৪) প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপারের মুড়িতে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি প্রদান করিবেন।

(৫) ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখে ভোট গ্রহণকালে প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রত্যেক ভোটারের পরিচিতি নিশ্চিত হইয়া তাহাকে ফরম-৫ অনুসারে মুদ্রিত একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৬) ভোট গ্রহণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে একটি খালি ব্যালট বাক্স স্থাপন করিতে হইবে এবং ভোট গ্রহণ আরম্ভের ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) মিনিট পূর্বে উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে উক্ত ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সিলগালা ও তালাবদ্ধ (locked) করিতে হইবে।

৩১। **ভোট প্রদান পদ্ধতি।**—(১) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর ভোটার ভোটদানের জন্য নির্ধারিত গোপন স্থানে যাইবেন এবং যাহাকে বা যাহাদিগকে তিনি ভোট প্রদান করিতে চাহেন ব্যালট পেপারে তাহার বা তাহাদের নামের পার্শ্বের নির্ধারিত ঘরে ক্রস (╳) চিহ্ন প্রদান করিবেন।

(২) ভোটার ভোটদান শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।

৩২। **ব্যালট পেপার বাতিলযোগ্য হওয়া।**—কোনো ব্যালট পেপার বাতিলযোগ্য হইবে, যদি উহাতে—

(ক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলমোহর ও প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর না থাকে;

(খ) কোনো ক্রস (╳) চিহ্ন না থাকিলে কিংবা এমনভাবে থাকিলে যাহাতে নির্ণয় করা যায় না যে, ভোটার কাহাকে ভোট প্রদান করিয়াছেন;

(গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রার্থীর নামের বিপরীতে ক্রস (╳) প্রদান করিলে; অথবা

(ঘ) ক্রস (╳) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনো চিহ্ন প্রদান করা হইলে।

৩৩। **ভোট গণনা।**—ভোট গ্রহণ সমাপ্তির অব্যবহিত পর প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) উপস্থিত প্রার্থী বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স বা বাক্সগুলি খুলিবেন এবং উহা হইতে ব্যালট পেপারগুলি বাহির করিবেন;

(খ) কোনো ব্যালট পেপার বাতিলযোগ্য হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক বাতিলের উদ্দেশ্যে উহা পৃথক করিবেন;

(গ) প্রত্যেক ক্যাটাগরির প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করিবেন এবং ফরম-৬ এ ফলাফল সংকলিত করিয়া একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন; এবং

(ঘ) বৈধ ব্যালট পেপার একটি প্যাকেটে সিলগালা করিয়া প্যাকেটের উপর "বৈধ ব্যালট পেপার" লিখিয়া উহা সিলগালা করিবেন এবং বাতিল ব্যালট পেপার থাকিলে, সেইগুলি পৃথক প্যাকেটে সিলগালা করিয়া প্যাকেটের উপর "বাতিল ব্যালট পেপার" লিখিয়া রাখিবেন।

৩৪। **ফলাফল বিবরণী প্রকাশ।**—(১) ভোট গণনা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রিজাইডিং অফিসার প্রত্যেক ক্যাটাগরির সদস্যপদের সংখ্যার ভিত্তিতে যিনি বা যাহারা সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত হইবেন তাহাকে বা তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির সদস্যপদে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন এবং কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার প্রতিনিধি দাবি করিলে তাহাকে ফরম-৬ এর একটি কপি প্রদান করিবেন।

(২) যদি কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন চলাকালীন উত্থাপিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিষ্পত্তির পূর্ণ ক্ষমতা প্রিজাইডিং অফিসারের থাকিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৫। **নির্বাচনি কাগজপত্র প্যাকেটকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি।**—(১) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, ব্যালট পেপারের প্যাকেটসমূহ, অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি বড়ো প্যাকেটে সিলগালা করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র, প্যাকেট, ইত্যাদি পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

৩৬। **নির্বাচনি আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি।**—(১) ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পদে নির্বাচনের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকিলে, নির্বাচন সমাপ্ত হইবার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন এলাকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পদে নির্বাচনের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকিলে, নির্বাচন সমাপ্ত হইবার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ দায়ের করিতে হইবে।

(২) গভর্নিং বডির সদস্য পদে নির্বাচনের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকিলে, নির্বাচন সমাপ্ত হইবার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অভিযোগের কপি শিক্ষা বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয় পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ফলাফল বহাল রাখিবেন অথবা অভিযোগ প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য পদের নির্বাচন বাতিল করিবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তাহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবেন।

(৬) আপিল কর্তৃপক্ষ যদি কোনো সদস্যপদের নির্বাচন বাতিল করেন, তবে কেবল সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির সদস্য পদে নূতনভাবে মনোনয়নপত্র বিতরণপূর্বক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্নির্বাচন করিতে হইবে।

৩৭। **নির্বাচন বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা।**—(১) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় নাই মর্মে প্রমাণিত হইলে বা এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান না করা হইলে শিক্ষা বোর্ড, যে কোনো সময়ে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের ক্ষেত্রে পরবর্তী একমাসের মধ্যে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

৩৮। **প্রচারণা সংক্রান্ত বিধান।—(১)** গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির কোনো ক্যাটাগরির সদস্য পদে নির্বাচনি প্রচারণায় কোনোরূপ মিছিল, জনসভা, অভিভাবক সভা, শোভাযাত্রা, লাউড স্পিকার, পোস্টার, বাই-সাইকেল বা মোটর সাইকেল কিংবা গাড়িবহর ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনি প্রচারণায় সর্বোচ্চ ৫ ১/২ ইঞ্চি/৮ ১/২ ইঞ্চি সাদা-কালো লিফলেট প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোনো খাতে অর্থ ব্যয় করা যাইবে না এবং কোনো নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না।

৩৯। **পদত্যাগ।—(১)** কোনো সদস্য, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভাপতি বরাবর স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত পত্রযোগে যে কোনো সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পদত্যাগপত্রের একটি অনুলিপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(২) সভাপতি, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত পত্রযোগে যে কোনো সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং পদত্যাগপত্রের একটি অনুলিপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(৩) সদস্যের পদত্যাগপত্র সভাপতির নিকট এবং সভাপতির পদত্যাগপত্র শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পৌছাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকর হইবে।

৪০। **আকস্মিক পদশূন্যতা।—(১)** পদত্যাগ, বদলি, মৃত্যুবরণ বা অন্য কোনো কারণে কোনো ক্যাটাগরির সদস্যপদ শূন্য হইলে, যে ক্যাটাগরির সদস্য পদ শূন্য হইবে, প্রবিধান ৩৪ এর বিধান অনুসারে প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীতে উক্ত ক্যাটাগরির যে সদস্য পদপ্রার্থী পরবর্তী অধিকসংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত শূন্যপদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে শূন্যপদটি পূরণ করা সম্ভব না হইলে একই ক্যাটাগরির ভোটারগণের মধ্য হইতে কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সদস্য পদে কো-অপ্ট করা যাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচিত বা কো-অপ্টকৃত কোনো সদস্য তাহার পূর্বসূরির মেয়াদের অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান অনুযায়ী কোনো সদস্য পদ পূরণ করা হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উহা শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করিবেন এবং শিক্ষা বোর্ড উক্ত বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

৪১। **প্রার্থিতা ও সদস্যপদ বাতিল।**—কোনো ব্যক্তি প্রবিধান ১৬ এর বিধান অনুসারে সদস্যপদে বহাল থাকিবার যোগ্যতা হারাইলে কিংবা প্রবিধান ৩৮ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে, তাহার সদস্যপদ বাতিল করিয়া উক্ত পদে পুনর্নির্বাচনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রার্থিতা বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সভা অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪২। **সাধারণ সভা।**—(১) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে গভর্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভা করিতে হইবে।

(২) প্রতি পঞ্জিকাবর্ষের প্রতি ৩ (তিন) মাসে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির ন্যূনতম একটি সভা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে যতবার প্রয়োজন ততবার সভায় মিলিত হওয়া যাইবে।

(৩) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভা আহ্বান করিবেন।

(৪) সভা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে।

(৫) সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচির উল্লেখ থাকিবে এবং উল্লিখিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) আলোচ্যসূচি বহির্ভূত কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

(৭) শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ বা তাহাদের অপসারণ বা বরখাস্তকরণ বা কোনো শিক্ষককে বহিষ্কার সংক্রান্ত কোনো আলোচ্যসূচি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উহা সভায় আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

৪৩। **বিশেষ সভা।**—(১) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি ও বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি জরুরি ও বিশেষ প্রয়োজনে যে কোনো সময় বিশেষ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

(২) ন্যূনতম ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৩) জরুরি ও বিশেষ প্রয়োজনে শতভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে যে কোনো সময় বিশেষ সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(৪) কোনো বিশেষ সভায় একটির অধিক আলোচ্যসূচি রাখা যাইবে না।

৪৪। **সভা পরিচালনা পদ্ধতি।**—(১) সকল সভা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, সদস্য-সচিব ও শিক্ষক প্রতিনিধিগণ ব্যতীত উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণের মধ্য হইতে, উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে কোনো সদস্যের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে অর্ধেক সংখ্যা গণনায় কোনো ভগ্নাংশ দেখা দিলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা কোরামের জন্য বিবেচনায় লইতে হইবে।

(৪) যদি কোনো সভায় কোরাম পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সভা পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত মুলতুবি থাকিবে এবং উক্ত কার্যদিবসে পূর্ব দিনের নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত মুলতুবি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) মুলতুবি সভায় কোরাম প্রয়োজন হইবে না এবং উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা সভার কার্য পরিচালনা করা যাইবে।

(৬) মুলতুবি সভায় শিক্ষক নিয়োগ বা বরখাস্তকরণের মতো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

(৭) সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

৪৫। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান।—(১)** গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি, এই প্রবিধানমালা কিংবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে, প্রদত্ত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোনো আদেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্তরূপ সকল সিদ্ধান্ত বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে দায়ী হইবেন।

(৩) সরকারি আইন, বিধি বা প্রবিধান পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে সদস্য-সচিব লিখিতভাবে উহা শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করিবেন এবং উহার ব্যত্যয় হইলে সদস্য-সচিব শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। **সভার কার্যবিবরণী।—(১)** সভার কার্যবিবরণী একটি কার্যবিবরণী বহিতে লিখিত, সংরক্ষিত এবং সভাপতি ও সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় পঠিত ও নিশ্চিতকরণ (Confirmation) হইতে হইবে।

(৩) পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণীতে পরবর্তী সভা সংশোধন বা সংযোজন আনয়ন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ক্ষমতা ও দায়িত্ব

৪৭। **গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারকিকরণ, লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও তহবিল গঠন; এবং

(গ) সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে গভর্নিং বডি, নির্বাহী কমিটি, ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত সম্পদ ও তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বেতন ও ফি এর হার নির্ধারণ;

(গ) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বা আংশিক বেতন মওকুফ ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদান;

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও হিসাব বিবরণী অনুমোদন;

(ঙ) বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

(ছ) কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উইলকৃত অথবা দানকৃত অথবা হস্তান্তরিত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তি গ্রহণ, বিনিয়োগ ও পরিচালনা;

(জ) উদ্বৃত্ত অর্থের বিনিয়োগ;

(ঝ) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের অনুমোদিত অগ্রিম ও গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর;

(ঞ) চাকরির শর্তাবলি অনুসরণে শিক্ষক ও কর্মচারীগণের প্রাপ্য ছুটি মঞ্জুর;

(ট) সরকারি নির্দেশনার আলোকে নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত ছুটির তালিকা অনুমোদন; এবং

(ঠ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, যানবাহন, ভবন, আসবাবপত্র বা অন্য কোনো দ্রব্য বা সরঞ্জামাদি অচল বা অব্যবহারযোগ্য ঘোষণা ও প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক বিক্রয়ের বা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ও সহপাঠ কার্যক্রম বিষয়ে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও মান নিশ্চিতকরণ;

(খ) আধুনিক লাইব্রেরি স্থাপন ও উহা সমৃদ্ধকরণ;

(গ) যন্ত্রপাতি, বইপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ;

(ঘ) শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি চর্চার ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন।

(৫) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; এবং

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

(৬) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা বিধান;

(খ) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি অনুসরণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড অনুমোদন; এবং

(গ) দণ্ড হিসাবে শিক্ষক ও কর্মচারীগণের অপসারণ বা বরখাস্তের বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ।

(৭) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি, বিধি মোতাবেক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকারী প্রধান ও কর্মচারী নিয়োগসহ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত নূতন শিক্ষক নিয়োগ ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করিবে।

(৮) সভাপতি ও সদস্যগণ নিয়োগ পরীক্ষার সম্মানি ব্যতীত কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৯) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি শিক্ষা বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে এবং উহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব সম্পাদনে শিক্ষা বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত সকল আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করিবে।

৪৮। **উপকমিটি গঠন।**—(১) গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবার পরবর্তী একমাসের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপাধ্যক্ষকে আহ্বায়ক করিয়া ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি অর্থ উপকমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৩) অর্থ উপকমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে ও গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির পরবর্তী সভায় উহার প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৪) উপকমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি শিক্ষা বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে।

৪৯। **বাজেট সভা ও বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) প্রতিবৎসর ৩১ মার্চ বা তৎপূর্বে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সদস্য-সচিব বাজেট সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বিগত অর্থ-বৎসরের আর্থিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদনসহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক বাজেট পেশ করিবেন।

(৩) গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি উপস্থাপিত বাজেট পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করিবে অথবা কোনোরূপ সংশোধন প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ সংশোধনীসহ অনুমোদন করিবে।

৫০। **ব্যাংক হিসাব ও উহা পরিচালনা।**—(১) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে নিকটবর্তী কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব খুলিবে।

(২) সভাপতি এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের সকল আয় ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং সকল দায় অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে এবং কোনোক্রমেই নগদ অর্থ ব্যাংকে জমা না করিয়া নগদ ব্যয় করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচলিত আর্থিক নীতিমালা মোতাবেক নগদ অর্থ উত্তোলন করিয়া হাতে রাখা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত ''তফসিলি ব্যাংক'' বলিতে 'Bangladesh Bank Orders, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 (j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
শিক্ষক ও কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা ও আপিল

৫১। **দণ্ডের ভিত্তি।**—(১) শিক্ষক ও কর্মচারীগণের দণ্ডের ভিত্তি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অদক্ষতা;

(খ) পেশাগত অসদাচরণ;

(গ) কর্তব্যে অবহেলা;

(ঘ) দুর্নীতি;

(ঙ) নৈতিক স্খলন; এবং

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থি বা ক্ষতিকর কোনো কাজ।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ শিক্ষক ও কর্মচারীগণের পেশাগত অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত, ক্লাস গ্রহণ, পরীক্ষার দায়িত্ব পালন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য দায়িত্ব পালনে সময়ানুবর্তী না হওয়া;

(খ) বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি;

(গ) অনুমোদিত ছুটি শেষে প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে যোগদান না করা বা অননুমোদিতভাবে ছুটি ভোগকরণ;

(ঘ) রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে এমন কোনো কাজ করা যাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রভাবিত করে;

(ঙ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া;

(চ) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের আইনসংগত নির্দেশ অমান্য করা;

(ছ) প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির বেআইনি ব্যবহার;

(জ) সরকার, শিক্ষা বোর্ড বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কাজ করা; এবং

(ঝ) প্রযোজ্য কোনো আইন বা বিধি-বিধানে যেইরূপ কার্য "অসদাচরণ" হিসাবে গণ্য হইবে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে সেইরূপ কোনো কার্য।

৫২। **আরোপযোগ্য দণ্ড।**—এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো অভিযোগে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে নিম্নের যে কোনো এক বা একাধিক দণ্ড প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) তিরস্কার;

(খ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা;

(গ) কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রতিষ্ঠানের কোনো আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ বেতন হইতে আদায় করা; এবং

(ঘ) চাকরি হইতে বরখাস্ত করা।

৫৩। **অভিযোগ ও তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো অভিযোগে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে সাধারণভাবে উহা সভায় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি পরিস্থিতিতে, শিক্ষক ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ক্ষেত্রে সভাপতি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরূদ্ধে এই অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো অভিযোগ আনয়ন করা হইলে অভিযুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে কারণ দর্শাইতে সুযোগদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কারণ দর্শাইবার প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিল করা হইলে এবং তাহা সন্তোষজনক না হইলে অথবা জবাব দাখিল করা না হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩ (তিন) সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৪) তদন্ত কমিটিতে জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধি, উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাহার প্রতিনিধি আহ্বায়ক থাকিবেন এবং যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহার নিম্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন নহেন এমন একজন শিক্ষক এবং সাধারণ অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একজন অভিভাবক কমিটির সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

(৫) তদন্ত কমিটি একমাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া সভাপতির নিকট তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৬) সভাপতি, উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্ট, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৭) অভিযোগ তদন্তকালে কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক মনে করিলে কোনো শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করিতে বা সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।

৫৪। **শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমে সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিলে, তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে সাধারণভাবে ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময়ের জন্য সাময়িক বরখাস্ত রাখা যাইবে না এবং সাময়িক বরখাস্তকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারী বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) এই প্রবিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সাময়িক বরখাস্তকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক হইলেও চলমান শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম ব্যাহত বা সমাপ্ত হইবে না।

(৩) সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোনোরূপ মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৪) সাময়িক বরখাস্তকালীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারী বেতনের অর্ধেক খোরপোষ ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(৫) সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত শিক্ষক বা কর্মচারী, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে, সাময়িক বরখাস্তকালীন তাহার কর্মস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৬) তদন্তে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দণ্ড আরোপের অনুমোদন পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতাদি পরিশোধ করিতে হইবে।

৫৫। **ফৌজদারি মামলা বা দেওয়ানি মামলায় সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিলে, তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলায় কারাবাসের (Civil Jail) আদেশ হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিলে, তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(৩) ফৌজদারি মামলায় দণ্ডের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তকালের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকিবে না।

(৪) ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোনোরূপ মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৫) সাময়িক বরখাস্তকালীন একজন শিক্ষক বা কর্মচারী বেতনের অর্ধেক খোরপোষ ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(৬) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারী তাহার কর্মস্থল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৭) আদালতের রায়ে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে সাময়িক বরখাস্তকৃত ব্যক্তিকে বকেয়া বেতন ভাতাদি পরিশোধ করিতে হইবে।

৫৬। **দণ্ড অনুমোদন।—(১)** শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সিদ্ধান্ত শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত কমিটি উহার সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে চাকরি হইতে অপসারণ বা চূড়ান্ত বরখাস্তের দণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

৫৭। **দন্ড প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) শিক্ষা বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫৮। **চাকরি হইতে অব্যাহতি বা চাকরি পরিসমাপ্তিকরণ।**—প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ অথবা কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে স্বীয় কাজে অযোগ্য বিবেচিত হইলে অথবা বয়স ৬০(ষাট) বৎসর পূর্ণ হইলে অথবা তাহার বিরূদ্ধে অনিয়ম বা দুর্নীতি প্রমাণিত হইলে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকরি স্বাস্থ্যগত কারণে বা উক্তরূপ কোনো কারণে পরিসমাপ্তি ঘটানো যাইবে না।

৫৯। **একাডেমিক বিষয়ে এখতিয়ার।**—সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে একটি একাডেমিক কমিটি গঠন করিতে হইবে।

৬০। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**।—(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সদস্য-সচিব হিসাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল ও সম্পত্তির দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান খসড়া বাজেট, ছুটির তালিকা, বিনা বেতনে অধ্যয়নের উপযোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভায় পেশ করিবেন।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিবেন।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান, উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন, সময়সূচি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং শিক্ষকগণের সহিত পরামর্শক্রমে বর্ণিত বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন দায়িত্ব পালনে অবহেলা কিংবা ব্যর্থতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা এই প্রবিধানমালার শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যায়ের আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে এবং তজ্জন্য তাহার বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান (এম.পি.ও) প্রদান স্থগিত কিংবা বাতিল করা যাইবে।

৬১। **নিরীক্ষা**।—(১) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত এক বা একাধিক নিরীক্ষক প্রতিবৎসর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করিয়া, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষা বোর্ডের নিকট স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটি অনুমোদনের আবেদনের সময় উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের নিরীক্ষা ফি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

(৪) গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন আলোচনা করিতে হইবে এবং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
অন্যান্য কমিটিসমূহ

৬২। **উদ্যোক্তা কমিটি ও নির্বাহী কমিটি।**—(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্তির পর, পাঠদানের অনুমতি লাভের পূর্বে, উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক, উদ্যোক্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি উদ্যোক্তা কমিটি গঠনপূর্বক উহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত উদ্যোক্তা কমিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৩) কোনো নূতন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি লাভের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে, একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিয়া শিক্ষা বোর্ড হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের স্তর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) একজন সভাপতি;

(খ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের দ্বারা মনোনীত একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি;

(গ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা, তবে একাধিক দাতা থাকিলে তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের দ্বারা মনোনীত একজন দাতা প্রতিনিধি;

(ঘ) জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন অভিভাবক প্রতিনিধি;

(ঙ) শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির কোনো সদস্য এবং শিক্ষক নিয়োগ হইবার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(৫) সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর হইবে।

(৭) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর এবং বিধি মোতাবেক ম্যানেজিং কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি গঠন সম্ভব না হইলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৮) ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির ন্যায় নির্বাহী কমিটির অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

(৯) স্বীকৃতি লাভ করিবার পরও বিদ্যমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি দায়িত্ব পালন করিবে।

৬৩। **সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি।**―(১) ট্রাস্ট, মিশনারি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, কালেক্টরেট, পুলিশ লাইন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, রেলওয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বোর্ড বা অন্য কোনো সংস্থা বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিম্নরূপে গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন করিতে হইবে, যথা:―

(ক) সভাপতি - সংস্থা প্রধান বা তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

(খ) শিক্ষক প্রতিনিধি-শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সংস্থা প্রধান কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন শিক্ষক;

(গ) অভিভাবক প্রতিনিধি - অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে সংস্থা প্রধান কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন অভিভাবক, তবে তাহাদের মধ্যে ন্যূনতম একজন নারী হইবেন;

(ঘ) শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষানুরাগী; এবং

(ঙ) সদস্য-সচিব - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (পদাধিকারবলে)।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত বোর্ড বা কমিটির মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও নিবন্ধন থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদনের সময় উক্ত নিবন্ধন সনদ ও হালনাগাদ গঠনতন্ত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৬৪। **অ্যাডহক কমিটি।**―(১) কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হইলে অথবা সঠিকভাবে গঠিত না হইলে বা বাতিল হইলে বা বিদ্যমান কমিটি ভাঙিয়া দেওয়া হইলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য নিম্নরূপ ৪(চার) সদস্যবিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠিত হইবে, যথা:―

(ক) সভাপতি - শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত;

(খ) শিক্ষক প্রতিনিধি - জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে একজন শিক্ষক;

(গ) অভিভাবক প্রতিনিধি - জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক; এবং

(ঘ) সদস্য-সচিব - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (পদাধিকারবলে)।

(২) অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমতি প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে কমিটি গঠনপূর্বক অনুমোদনের জন্য শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সহিত আলোচনাক্রমে, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, খ্যাতিমান সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি অথবা কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণের মধ্য হইতে ৩ (তিন) জনের একটি তালিকাসহ অন্যান্য সদস্যের মনোনয়ন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪ শিক্ষা বোর্ড, সভাপতি মনোনয়নের জন্য প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রস্তাবিত ৩ (তিন) জনের মধ্য হইতে একজনকে অথবা, পরিস্থিতি বিবেচনায়, ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবে এবং অ্যাডহক কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

(৫) অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ হইবে উহা অনুমোদিত হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস।

(৬) অ্যাডহক কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে, পুনরায় অ্যাডহক কমিটি গঠন করা যাইবে, তবে তাহা ২ (দুই) বারের অধিক নহে।

(৭) অ্যাডহক কমিটি যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ব্যতীত উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যমণ্ডলী ন্যূনতম পরবর্তী ২(দুই) বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো কমিটির যে কোনো পদের জন্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৮) অ্যাডহক কমিটিতে কোনো ব্যক্তি পরপর ২ (দুই) বারের অধিক সভাপতি, শিক্ষক প্রতিনিধি বা অভিভাবক সদস্য মনোনীত হইতে পারিবেন না।

(৯) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি বা কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে বা পদত্যাগ করিলে ৭(সাত) দিনের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে এবং অন্তর্বর্তীকালের জন্য নূতন সভাপতি বা সদস্য মনোনয়নের অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ শিক্ষা বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) শিক্ষা বোর্ড, উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব অনুমোদন করিবে।

৬৫। **অ্যাডহক কমিটির কার্যাবলি।**—(১) অ্যাডহক কমিটি গঠনের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি গঠনের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিবে।

(২) অ্যাডহক কমিটি, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অ্যাডহক কমিটি কোনোক্রমেই অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিটেন্ডেন্ট, গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক বা কোনো কর্মচারী বাছাই এবং নিয়োগ করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, অ্যাডহক কমিটি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষকের শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হইলে কেবল তাহাদিগকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর উপর দণ্ড আরোপের প্রয়োজন হইলে, শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৬৬। **অ্যাডহক কমিটির সভা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ইত্যাদি।**—(১) ৩(তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে অ্যাডহক কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(২) অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যধারা সম্পাদন নিয়মিত কমিটির অনুরূপ হইবে।

নবম অধ্যায়
বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি, ইত্যাদি

৬৭। **বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি গঠন।**—(১) নিম্নরূপ কোনো পরিস্থিতিতে সরকার, অথবা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে শিক্ষা বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সুনাম রক্ষার স্বার্থে বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি গঠন করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে কিংবা উহার সভাপতির বিরুদ্ধে কোনো আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ থাকিলে;

(খ) গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণের মধ্যে অসন্তোষ বা বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকিলে;

(গ) ভর্তি, অতিরিক্ত ভর্তি, ফর্ম পূরণ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম প্রমাণিত হইলে; এবং

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে মানসম্মত তথা গুণগত শিক্ষাদানে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে।

(২) বিভাগীয় শহরে বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বিভাগীয় কমিশনার অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;

(গ) জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;

(ঘ) পরিচালক বা উপপরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি;

(চ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক প্রতিনিধি; এবং

(ছ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) অন্যান্য অধিক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি;

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক প্রতিনিধি; এবং

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিতে করিবে।

(৫) বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যধারা সম্পাদন ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির অনুরূপ হইবে।

(৬) বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের সময় হইতে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে, তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসিলে সরকার পুনরায় অনুরূপ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৬৮। **কতিপয় ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা।—**(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জাতীয় পর্যায়ে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির সভাপতি পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তির দায়িত্বের অবসান ঘটাইয়া বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নিযুক্ত সভাপতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড বা কমিটির বিদ্যমান সদস্যদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, অথবা অ্যাডহক কমিটির ন্যায় সংক্ষিপ্ত কমিটি গঠন করিয়া শিক্ষা বোর্ড হইতে অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন কমিটি গঠন করিতে চাহিলে শিক্ষা বোর্ড হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৬৯। **অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা—**(১) অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর নির্ধারিত সময়ে, ক্ষেত্রমত, নূতন গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি বা অ্যাডহক কমিটি গঠিত না হইলে, পরবর্তী অ্যাডহক কমিটি গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধি সভাপতির বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) বেতন ভাতা উত্তোলনের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষরে বেতনের সরকারি অংশ (এমপিও) উত্তোলন করা যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি কোনোক্রমেই অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক বা কোনো কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন না, তবে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হইলে, তাহাদিগকে নিয়োগ দান করিতে পারিবেন।

দশম অধ্যায়
কমিটি বাতিল প্রক্রিয়া

৭০। **অনুসন্ধান, তদন্ত ও রেকর্ড তলবের ক্ষমতা**।—শিক্ষা বোর্ড, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা সরকারের নির্দেশে, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটির যে কোনো বিষয় অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোনো অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবে।

৭১। **গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল**।—(১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন, সরকার বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোনো নির্দেশনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানি বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ প্রমাণিত হইলে শিক্ষা বোর্ড, যে কোনো সময়, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোনো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি ভাঙিয়া দেওয়ার পূর্বে শিক্ষা বোর্ড, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি কেন ভাঙিয়া দেওয়া হইবে না, তৎমর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটিকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে অথবা জবাব প্রদান না করিলে শিক্ষা বোর্ড, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, অ্যাডহক কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি ভাঙিয়া দিতে পারিবে।

(৫) এই প্রবিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আর্থিক অনিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থহানির দালিলিকভাবে প্রমাণযোগ্য কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে, শিক্ষা বোর্ড, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

৭২। **সভাপতি ও সদস্যপদ বাতিল**।—(১) সভাপতির বা কোনো সদস্যের কোনো কার্যকলাপ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিংবা শিক্ষার্থীগণের স্বার্থ পরিপন্থী হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বয়ং কিংবা, ক্ষেত্রমত, দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সংশ্লিষ্ট কমিটির কোনো সদস্য শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষা বোর্ড, সভাপতি বা কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আনীত অভিযোগ তদন্তের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো অভিযোগ তদন্তকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন পরিচালিত তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ পরিপন্থী কোনো অপরাধ প্রমাণিত হইলে শিক্ষা বোর্ড, সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়
বিবিধ

৭৩। **প্রতিষ্ঠাতা ও দাতাগণের নাম প্রদর্শন**।—বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতার নাম দুইটি পৃথক ফলকে স্পষ্ট ও দৃশ্যমানভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অফিসকক্ষের দৃশ্যমান স্থানে স্থায়ীভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭৪। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই প্রবিধানমালার কোনো বিধানের অস্পষ্টতা অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ**।—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সংগে সংগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভার্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ অতঃপর উক্ত প্রবিধানমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত প্রবিধানমালার অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি, নির্বাহী কমিটি, অ্যাডহক কমিটি বা বিশেষ পরিস্থিতি কমিটি—

(ক) কর্তৃক কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা প্রদত্ত কোনো আদেশ এই প্রবিধানমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের মেয়াদের অবশিষ্টকাল দায়িত্ব পালন করিবে;

(গ) এর বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত প্রবিধানমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল

ফরম-১

[প্রবিধান-১৭(৮) দ্রষ্টব্য]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

*খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ: ....

***খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা**

ভোটারের ক্যাটাগরি : অভিভাবক/সাধারণ শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক/দাতা/প্রতিষ্ঠাতা

ভোটার নম্বর	ভোটারের নাম	অভিভাবক ভোটারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম	শিক্ষার্থীর শ্রেণি	শিক্ষার্থীর শাখা	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর

*বি.দ্র.: অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর, নাম,
তারিখ ও সিল

ফরম-২

[প্রবিধান-২৪(৬) দ্রষ্টব্য]

*অভিভাবক প্রতিনিধি/সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি/সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি/দাতা প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি ক্যাটাগরির সদস্য পদে মনোনয়ন ফরম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

সদস্য পদের ক্যাটাগরি: ....

১। প্রার্থীর নাম :
২। প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম :
৩। প্রার্থীর মাতার নাম :
৪। প্রার্থীর ঠিকানা :
৫। প্রার্থীর ভোটার নম্বর :
৬। প্রস্তাবকের নাম :
৭। প্রস্তাবকের ভোটার নম্বর :
৮। সমর্থকের নাম :
৯। সমর্থকের ভোটার নম্বর :
১০। তারিখসহ প্রস্তাবকের স্বাক্ষর/টিপসহি :
১১। তারিখসহ সমর্থকের স্বাক্ষর/টিপসহি :

আমি এই মনোনয়নে আমার সম্মতি প্রদানপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমি .... ক্যাটাগরির সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রচলিত কোনো আইনে অযোগ্য নই।

তারিখ:... প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(প্রিজাইডিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক নম্বর...........................

মনোনয়নপত্র জমাদানের প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম..., (ভোটার নম্বর-..............................) .... ক্যাটাগরির সদস্য পদের মনোনয়নপত্র .... তারিখ .... টায় আমার নিকট দাখিল করিয়াছেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

ফরম-৩

[প্রবিধান-২৫(৪) দ্রষ্টব্য]

(প্রিজাইডিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনয়নপত্র বাছাই সংক্রান্ত প্রত্যয়ন

জনাব/বেগম.. এর .... ক্যাটাগরির সদস্য পদের মনোনয়নপত্র আমি বাছাই করিয়াছি এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছি:
....

(অবৈধ ঘোষণার ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখ করিতে হইবে)

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

....

প্রাপ্তি স্বীকার

ক্রমিক নম্বর.......................................

জনাব/বেগম ...., (ভোটার নম্বর- ....), ... ক্যাটাগরির সদস্য পদের মনোনয়নপত্র .... তারিখ .... টায় আমার নিকট দাখিল করিয়াছেন।

আগামী .... তারিখ .... (স্থানের নাম উল্লেখ করুন) .... টা হইতে ....টার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

ফরম-৪
(প্রবিধান-২৭ দ্রষ্টব্য)

বৈধ প্রার্থী তালিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

সদস্য পদের ক্যাটাগরি:

ক্রমিক নং	নামের আদ্যক্ষর অনুসারে প্রার্থীর নাম (বাংলায়)	প্রার্থীর ঠিকানা
(১)		
(২)		
(৩)		

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

ফরম-৫

[প্রবিধান-৩০(৫) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপার

<table>
<tr><td rowspan="4">ব্যালট পেপার নম্বর ....
ভোটার তালিকা অনুসারে ভোটারের ক্রমিক নম্বর ....

ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি
....

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ও তারিখ ....</td><td colspan="3">.. (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম) এর *গভর্নিং বডি/ ম্যানেজিং কমিটি এর সাধারণ শিক্ষক প্রতিনিধি/ সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি/ সাধারণ অভিভাবক প্রতিনিধি/ সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি/ প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি/ দাতা প্রতিনিধি পদে নির্বাচনের ব্যালট পেপার।</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>প্রার্থীর নাম</td><td>প্রার্থীর সমর্থনে (╳) ক্রস চিহ্ন প্রদানের স্থান</td></tr>
<tr><td>১।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২।</td><td></td><td></td></tr>
</table>

*অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

ফরম-৬
[প্রবিধান-৩৩ ও ৩৪ দ্রষ্টব্য]

ফলাফল বিবরণী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

সদস্য পদের ক্যাটগরি: ভোট গ্রহণের তারিখ :

ক্রমিক নম্বর	প্রার্থীর নাম	প্রাপ্ত ভোট	র‌্যাংকিং

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ তাহাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত ক্যাটাগরির পদে নির্বাচিত হইয়াছেন:

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	পিতা ও মাতার নাম এবং ঠিকানা	নির্বাচিত পদের ক্যাটাগরি

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল

প্রফেসর ড. মো. নিজামুল করিম
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
কুমিল্লা।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd